দর্শনায় এনজিও অফিসে বোমা রাখার অপরাধে সন্দেহজনক ১ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে বোমা রাখার অপরাধে সন্দেহজনক ভাবে ১ জনকে গ্রেফতার করছে।

গতকাল সোমবার দিনগত রাত আড়াই টার দিকে দর্শনা থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে, অভিযান চালায় দর্শনা দক্ষিনচাদপুর টাওয়ার পাড়ায়।

এ সময় পুলিশ দর্শনা পৌরসভার দক্ষিনচাদপুর গ্রামের টাওয়ার পাড়ার বগা মিয়ার ছেলে লিংকন (৩২) কে গ্রেফতার করে।

উল্লেখ্য গত ৯অক্টোবর বুধবার বেলা পৌনে এগারোটার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ড মাস্টার পাড়া ব্যুরো বাংলাদেশ এনজিও অফিসে এক মুখোশধারী একটি আইডি বোমা ও গলায় পিস্তল ঠেকিয়ে বোমা রেখে পালিয়ে যায়।পরে রাজশাহী থেকে র্যাবের উদ্ধারকারী দল বোমাটি উদ্ধার করে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ ক্লাব মাঠে বোমাটি বিস্ফোরণ করে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর মাঠ থেকে কৃষকের লাশ উদ্ধার

দামুড়হুদা জয়রামপুর কুমারীদহের মাঠ থেকে শওকত আলী নামের একজন কৃষকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৭ টার দিকে এ লাশ উদ্ধার করে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। তিনি জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার মৃত বাহাদুর আলীর ছেলে।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর মল্লিক পাড়ার মৃত বাহাদুর আলীর ছেলে শওকত আলী (৫০) পারিবারিক কলহের জের

ধরে বিষপান করে জয়রামপুর কুমারীদহ’র মাঠে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। সকালে মাঠে কৃষি কাজ করতে গিয়ে একজন কৃষক মৃতের লাশ পড়ে থাকতে দেখে দামুড়হুদা মডেল থানায় সংবাদ দেয়। সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির, সেকেন্ড অফিসার এসআই আসাদুজ্জামান আসাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

স্থানীয়রা বলেন, রাত ১২ টা থেকে সে নিখোজ ছিলো। অনেক খোঁজা খুঁজি করেও তাকে পাওয়া যাইনি। পরে সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে লোক মারফত সংবাদ পাই সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। লোকটি প্রচন্ড হট মেজাজী ছিলো। পরিবারের সাথে কোন রকম মনমালিন্য হলেই সে বিষ পান করতো। এর আগেও সে দুই দুইবার বিষ পান করেছিলো। কিন্তু এবার তৃতীয় বারে তার আর শেষ রক্ষা হলোনা।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পরিবারের কারো কোন অভিযোগ নেই। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্ত শেষে লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এবিষয়ে একটি অপমৃত্যু মামলা রজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় বাইসাইকেল বিতরণী অনুষ্ঠান

দামুড়হুদায় “ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহয়তা” প্রকল্পের আওতায় উপজেলাধীন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ১৭১ জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম।

আজ মঙ্গলবার (১৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি’র বক্তব্যে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ

জহিরুল ইসলাম বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা ও স্কুলে যাওয়ার উৎসাহ বাড়ানোর জন্য বাইসাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে। যানজট এড়িয়ে সঠিক সময়ে স্কুল যাওয়া আরও সহজ হবে। স্কুলে যাওয়া আসার ভাড়া সাশ্রয় হবে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ মমতাজ মহল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ প্রমূখ।

“ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহয়তা” প্রকল্পের আওতায় উপজেলার মোট ৫১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৭১ টি গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের ঈমাম ও খতিব হাফেজ মাওঃ মুফতি মামুনুর রশীদ। অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন অর রসিদ।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম। এসময় সাথে ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ মমতাজ মহল ও সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানা পরিদর্শন কালে প্রথমেই জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম কে ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন দামুড়হুদা

মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর।

মডেল থানা পরিদর্শন কালে থানার সকল পুলিশ সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজ খবর নেন তিনি।

এ সময় জেলা প্রশাসককে দামুড়হুদা মডেল থানার পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। মডেল থানা পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, জেলার আইন শৃঙ্খলা সমুন্নতি রাখতে জেলা প্রশাসন বদ্ধ পরিকর। দামুড়হুদা মডেল থানা এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। থানায় এসে যেনো কোন সেবা গ্রহীতা বিড়ম্বনা ও প্রতারণার স্বীকার না হয় সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। পুলিশ ও জনগণের সম্পর্কের দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। জনগণ ও পুলিশের সম্পর্ক ভালো থাকলে এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি ভালো থাকে।

দামুড়হুদার চন্দ্রবাসে বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদা ইউনিয়নের চন্দ্রবাস গ্রামে আজ সোমবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ে যুবদল নেতা আমানুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়ার্ড বিএনপি, কৃষকদল, সেচ্ছাসেবকদল, যুবদল, ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নাটুদা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক ওসমান গণি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বৃহত্তর নতিপোতা ইউনিয়নের সাবেক সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম মোল্লা, ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা জাবেদ আলী মেম্বর, নাটুদা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি জামিউল হাসান।

এসময় বক্তারা বলেন আমাদের এ বিজয় সাময়িক বিজয়। এ বিজয় ধরে রাখতে হলে আগামীতে চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের বিএনপির অভিভাবক মাহমুদ হাসান

খাঁন বাবুকে এমপি করে সংসদে পাঠাতে হবে। জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি সরকারে আসলে আমাদের বিজয় অর্জিত হবে। দলকে সুসংগঠিত করতে দিনরাত কাজ করতে হবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে কাজ করতে হবে। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন যুবদল নেতা মাসুদ, শহীদ, মিন্টু, ছাত্রদল নেতা এখলাস, ওয়ালিদ, জিহাদ, ইয়াসিন, রাকিব, মহিবুল, সেলিম, তানভীর প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নাটুদা ইউনিয়ন ছাত্রদলের সভাপতি জামিউল হাসান।

দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে নবাগত ওসি’র মতবিনিময়

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে দর্শনা থানার নবাগত ওসি’র মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যার পর দর্শনা থানায় নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহীদ তিতুমীরের সাথে সাংবাদিকদের এ মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় তিনি বলেন, আমি নতুন স্বাধীন দেশের নতুন ওসি হিসাবে এই দর্শনা থানায় যোগদান করেছি। আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে এই থানা এলাকায় সকল প্রকার মাদক, চোরাচালান ও বিভিন্ন অপরাধ দমনে সকলের সহযোগিতায় কাজ করতে চাই। অতীতে কি ঘটেছে এই থানায় সেটা আমি দেখতে চাই না। আমি চাই আমি যতদিন এখানে দ্বায়িত্বে থাকবো সব ধরনের অপরাধ দমনে কাজ করে যাবো ইনশাআল্লাহ। তবে বিশেষ করে মাদকের বিরুদ্ধে জোর তদারকি থাকবে। তাই আমি আপনাদের সকল সাংবাদিকদের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সাংবাদিকবৃন্দ বলেন, আমরা আমাদের দর্শনাকে মাদক ও দুর্নীতি মুক্ত করতে পুলিশকে সার্বিক সহযোগিতা করবো। সেই সাথে আমাদের পেশাগত দায়িত্ব থেকে মাদক, চোরাচালান, চাঁদাবাজি সহ বিভিন্ন অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকবো। আমাদের লেখনির মাধ্যমে তা তুলে ধরবো। সেই সাথে মাদক ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করতে পুলিশকে সার্বিক

সহযোগিতা থাকবে সাংবাদিকদের।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারণ সম্পাদক এস.এম ওসমান, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হানিফ মন্ডল, সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক- কামরুজ্জামান যুদ্ধ, নজরুল ইসলাম, মাহমুদ হাসান রনি, মনিরুজ্জামান সুমন, চঞ্চল মেহমুদ, হাসমত আলী, আহসান হাবিব মামুন, মাসুম বিল্লাহ, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল, আব্দুল হান্নান, সুকোমল চন্দ্র দাস বাঁধন, আবিদ হাসান রিফাত প্রমুখ।

আলমডাঙ্গায় গণত্রাণ কমিটির ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে সংবর্ধনা প্রদান

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় গণত্রাণ কমিটির ২০০ জন স্বেচ্ছাসেবককে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১১ টায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু হয় বর্নাঢ্য র্যালির মাধ্যমে।

র্যালি পান্না কমিউনিটি সেন্টার থেকে শুরু করে স্বাধীনতা স্তম্ভ হয়ে পুনরায় পান্না কমিউনিটি সেন্টারে এসে শেষ হয়। বেলা ১২ টায় স্বেচ্ছাসেবকদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা, স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপারে ইসলামের দিক নির্দেশনা সহ নানান বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্য়ায়ে বক্তব্য রাখেন ইমাম আকরাম হোসেন, শায়খ ইমদাদুল হক সহ প্রমূখ।

মধ্যহ্ন ভোজের পর আলমডাঙ্গা গনত্রাণ কমিটির প্রধান সমন্বয়ক শেখ শাফায়েতুল ইসলাম হিরোর সভাপতিত্বে শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম।তিনি তার বক্তব্যে আলমডাঙ্গা

গণত্রাণ কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামীতেও এ কমিটি এলাকার নানাবিধ সামাজিক ও সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাবেন বলে আশা করেন এবং তাতে তাঁর পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে বলে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবীদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন লক্ষীপুরগামী উদ্ধারকারী দল প্রধান মুসাব ও আলমডাঙ্গা স্থানীয় পর্যায়ে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী দলের আবীর আনাম, সমন্বয়ক হাবিবুল করিম চনচল, রহমান মুকুল (সিনিয়র সাংবাদিক), আব্দুল্লাহ আল মামুন (সেক্রেটারি, বণিক সমিতি),জামাত নেতা নুর মোহাম্মদ টিপু, ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন, শরীফুল ইসলাম পিন্টু, ফজলুল হক শামীম (প্রধান শিক্ষক) মীর উজ্জ্বল সহ প্রমূখ।

আলোচনা সভা শেষে সকল স্বেচ্ছাসেবককে এই কাজের স্মৃতি সংরক্ষণে সার্টিফিকেট, এলাকার বিশিষ্ট সন্তানদের নিয়ে হাবিবুল করিম চনচলের লেখা “প্রাইড অব আলমডাঙ্গা” বইয়ের একটি করে কপি ও বিশেষ অবদানের জন্য কয়েকজনকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

দিনব্যাপী কর্মসূচী শেষাংশে স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে ২০০’র অধিক স্বেচ্ছাসেবক তাদের অভিবাবক এবং লক্ষীপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ভিবিডি ৭ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশ নেয়।

আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন

‘আগামী প্রজন্মকে সক্ষম করি দুর্যোগ সহনশীল ভবিষ্যৎ গড়ি’ এ প্রতিপাদ্যে সারাদেশের ন্যায় আলমডাঙ্গায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে আজ সোমবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ কার্যালয় চত্বর থেকে এক বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্ব¡পূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয় চত্বরে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উদ্যোগে ভূমিকম্প ও দুর্ঘটনা এবং অগ্নি দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপের মহড়ার প্রদর্শিত হয়। এরপর পরবর্তীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার রেহেনা পারভীন, ইন্সট্রাক্টর জামাল উদ্দিন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক, কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা এ.জেড.এম ওবাইদুল্লাহ, সহকারি কৃষি সম্প্রসারন কর্মকর্তা আকরাম হোসেন, উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রফিক, আশরাফুল আলম, মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মাসুদ কামাল, স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বে-সরকারি সংস্থা সুধীসমাজের প্রতিনিধিগণ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোনো দুর্যোগে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। আগাম সতর্কবার্তার ওপর ভিত্তি করে দুর্যোগ আঘাত হানার আগেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা গেলে দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। তিনি বলেন, দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাসে জনগণ ও সংশ্লিষ্টদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

দর্শনায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ৬ টি মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হল সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা। প্রতি বছরের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন

সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল বিকাল থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ৫টি পূজা মন্দির ও পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ১টি পূজা মন্দির মোট ৬টি পূজা মন্দিরের প্রতিমা বিসর্জন সমাপ্তি হয়। অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তিতুমীর বলেন, আমরা সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছি। আমাদের সঙ্গে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীর সদস্যরাও যুক্ত আছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদ দামুড়হুদা উপজেলা শাখার সভাপতি উত্তম রঞ্জন দেবনাথ বলেন, আমরা সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে আমাদের প্রতিমা বিসর্জন দিতে পেরে খুব আনন্দিত। আমরা প্রতিবছর চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় মাথাভাঙ্গা নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে থাকি। এবারও আমরা একই জায়গায় প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছি। অন্যন্য বছরের তুলনায় এ বছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ কঠোর। আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই দর্শনা থানার পুলিশ সদস্য, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিস এবং আনসার বাহিনীদেরকে। অনেক সতর্কতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছে। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এসময় প্রতিমা বিসর্জনের স্থানে হাজার হাজার মানুষের জনসমাগম ছিলো।

দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে ২০টি প্রতিমা বিসর্জন

দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়েছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন আজ রোববার (১৩ অক্টোবর) বিকাল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা।

দামুড়হুদা উপজেলায় ২০টি মণ্ডপে সকাল থেকে শুরু হয় প্রতিমা

বিসর্জনের প্রস্তুতি। আরতি, শোভাযাত্রাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। কোথায়ও কোন অপ্রিতীকর ঘটনার তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিসর্জন উৎসবমুখর ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে, প্রস্তুত ছিল পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সহ বিভিন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, এবার দামুড়হুদা উপজেলায় ২২ টির মধ্যে ২০টি মন্ডপে দুর্গাৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চিৎলা শ্রী শ্রী সার্বজনীন পূজা মন্ডপের সভাপতি মদন কুমার হালদার বলেন আমরা গত ৯ অক্টোবর থেকে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন করেছি। কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি।

দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক বাসুদেব হালদার বলেন এবার উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে দুর্গাৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রশাসনসহ সকল শুভানুধ্যায়ীর প্রতি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, প্রশাসনের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে সুশৃংখল উৎসবমুখর পরিবেশে এবার শারদীয় দুর্গাৎসব উৎসব সম্পন্ন হয়েছে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহল বলেন জেলা প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তায় নিয়োজিত সকল আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কঠোর নজরদারির মধ্য দিয়ে আমার উপজেলায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শারদীয় দুর্গাৎসব সম্পন্ন করতে পেরেছি। কোথায় ও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

হিন্দুধর্ম মতে, মহালয়ার দিন ‘কন্যারূপে’ ধরায় আসেন দশভুজা দেবী দুর্গা, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয়। তার এই ‘আগমন ও প্রস্থানের’ মধ্যে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব। দোলায় বা পালকিতে আগমনের পর এবার দেবী দুর্গার গমন হচ্ছে ঘোটক বা ঘোড়ায় চড়ে।